দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

07

শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি

প্রায় একমাস বন্ধ থাকার পর আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিকে চারদিন বিরতির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ক্লাস শুরু হয়েছে। লক্ষণ শুভ। আমরা এ পরিস্থিতিকে স্বাগত জানাই। দেশের উচ্চশিক্ষাঙ্গনগুলিতে সক্রিয়-ভাবে জ্ঞানচর্চা হবে, ক্লাস চালু থাকবে, এটা দেশবাসী আশা করে। আমরা শিক্ষার প্রসার যেমন চাই, তেমনি শিক্ষার সমৃদ্ধিও আমাদের কাঙ্ক্ষিত। উচ্চ শিক্ষার ভিত দৃঢ় করার মাধ্যমেই জ্ঞান ও শিক্ষা সমৃদ্ধ হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে দেশের উচ্চশিক্ষাঙ্গনগুলিকে চালু দেখতে আমাদের ভাল লাগে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞান ও শিক্ষার বিকাশের ধারায় জাতিকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে পারছে কিনা সে বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন জাগছে। যে কারণেই হোক, বারবার প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে এবং শিক্ষার ধারা ব্যাহত হচ্ছে। গত ১৭ আগস্ট বুয়েট কর্তৃপক্ষ যেমন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আওয়ামী সমর্থিত ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাসের ফলে ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটেছিল যে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া ছাড়া কর্তৃপক্ষের অন্য উপায়ও ছিল না, এ কথা ঠিক। তবে এ ঘটনা যে আকস্মিক-ভাবে বুয়েটে ঘটেছে এমনও নয়। এরকম ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডি-ক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে একাধিকবার ঘটেছে। শিক্ষাঙ্গনে গোলা-গুলি, অস্ত্রবাজি এবং পাশাপাশি প্রাণভয়ে নিরীহ ছাত্রছাত্রীর ছুটাছুটির দৃশ্য বহুবারই দেখা গেছে। অনেক জায়গায় পরিস্থিতি এমন রূপ নিয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশও হিমশিম খেয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার একমাত্র পথ হিসাবে ভর্সিটি বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অগণিত সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা নিরুপায়ভাবেই এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছেন। একথা ঠিক যে শিক্ষাঙ্গন চালু রাখার পক্ষেই তাদের সমর্থন। কিন্তু শিক্ষাঙ্গন যখন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে যায় তখন সন্তান-সন্ততিকে সেখানে পাঠাতে কোন অভিভাবকেরই খুব সাহস থাকে না। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যারা সন্ত্রাসমূলক ঘটনার সঙ্গে কোনভাবেই জড়িত নয়, তারাও শিক্ষাঙ্গনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এড়াতেই চায়। নিয়মিত ক্লাস না হবার জন্য এদের সবার মনেই ক্ষোভ আছে। কিন্তু সন্ত্রাসময় শিক্ষাঙ্গনে যাতায়াতের ঝুঁকি কেউ নিতে চাইবে না। এরকম ঝুঁকি নেয়া কোন কাজের কথাও নয়। প্রয়োজন হচ্ছে পরিবেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যথার্থ শিক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। দেশের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য এ লক্ষ্যে এখন সবার কাজ করা উচিত। আমরা জানি উচ্চশিক্ষা ছাড়া কোন জাতির বিকাশ হয় না। আমরা উন্নয়ন চাই। বিশ্বের দরবারে শিক্ষিত জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনগুলি বন্ধ করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কি এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব? বিষয়টা আমাদের ভাবতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি আমাদের আস্থা আছে। সমগ্র জাতির আস্থা রয়েছে। জাতীয় জীবনের সব গৌরবময় ঘটনায় ছাত্রদের ইতিবাচক ভূমিকা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিও তারাই করতে পারবেন। একটা গণতান্ত্রিক দেশে ছাত্ররাজনীতি অবশ্যই থাকবে। কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়া ছাত্র রাজনীতির লক্ষ্য হতে পারে না। কোন মহল নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ছাত্রদের ব্যবহার করতে চাইলে ছাত্রদেরই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে। ছাত্ররা সমাজের সচেতন শিক্ষিত অংশ। ভবিষ্যতের জন্য একটা সুস্থ সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার তারাই দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করা সেই লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ।